সমকাল

তারিখ 27 MAY 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

হাতিয়া দ্বীপে প্রাথমিক শিক্ষা ২

কথায় কথায় বদলি, শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত

■ **জাহিদুর রহমান,** *হাতিয়া (নোয়াখালী) থেকে ফিরে*

সোনাদিয়া ছকিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫৮ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের পদ পাঁচটি। স্কুলটিতে কর্মরত তিন শিক্ষক। এর মধ্যে একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। বাকি দুইজনের মধ্যে ইকবাল হোসেনকে নলচিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। ফলে ১৫৮ শিক্ষার্থীর পাঠদান করছেন মাত্র একজন শিক্ষক। ইকবাল হোসেনকে যে স্কুলে বদলি করা হয়েছে, সেখানে পাঁচজন শিক্ষকের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

কথায় কথায় বদলি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পদ রয়েছে, কর্মরত ছিলেন চারজন। এখন পাঁচজন শিক্ষকের পদ পূরণ হলো।

এভাবেই হাতিয়ায় প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের কথায় কথায় বদলি করা হচ্ছে। কখনও লিখিত, আবার কখনও মৌখিক বদলি আতঙ্কে ভুগছেন শিক্ষকরা। কেউ বদলির আবেদন করেও বদলি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, আবার কেউ কেউ বদলির আবেদন না করেও বদলির নোটিশ পাচ্ছেন। নিয়মনীতির কোনো বালাই নেই এখানে। শিক্ষকদের অভিযোগ– রাজনৈতিক কারণ, অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নিয়মিত ঘুষ না দিলে তাদের ওপর নেমে আসে বদলির খড়্গ। বদলি আতঙ্কের কারণে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বদলির নীতিমালা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেপরোয়া বদলি করছেন। তার বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে বদলির অভিযোগও পাওয়া গেছে। গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪ শিক্ষক তার মৌখিক নির্দেশে, চারজন সাময়িকভাবে বদলি ও একজন সংযুক্তির আদেশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১২ জন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে।

কিন্তু 'সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ' বা 'মৌখিক নির্দেশে বদলি' এ রকম কোনো নির্দেশনা নীতিমালায় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি নির্দেশিকার ১.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বদলির সময়কাল জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত। ৫.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বদলিকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদন ছাড়া বদলি করা যাবে না।

উত্তর চর ঈশ্বর রায় হাজী আবদুল হাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাসেমকে এক বছরের মধ্যে তিনবার বদলি করা হয়েছে।

২০ ডিসেম্বর পশ্চিম চর আমান উল্যাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খালেদা আক্তার পান্না ও জাহাজমারা লুৎফুল করিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহনেওয়াজ মো. কামাল উদ্দিন একে অপরের কর্মস্থলে বদলির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। মন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বদলির ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ৮ জানুয়ারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী ওই দুই শিক্ষকের বদলির ব্যবস্থা নিতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। পশ্চিম চর আমান উল্যাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজনের মধ্যে অন্য দুই শিক্ষককে বদলি করা হলেও দুই শিক্ষকের বদলির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজের হাওলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক আবদুল আহাদকে পূর্ব চরচেঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বয় বদলি করা হয়। এ বদলির বিরুদ্ধে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করেও কোনো ফল পাননি।

নিলক্ষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৮ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৭ শিক্ষকের পদ রয়েছে। ওই স্কুলে কর্মরত আছেন ৬ জন। এর মধ্যে একজনকে বদলি ও একজনকে মৌখিক বদলি করা হয়েছে। এই স্কুলের শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। তাকে উত্তর-পশ্চিম চরকৈলাশ কান্তারাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের ১১৭ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৫ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। কর্মরত শিক্ষক আছেন ৫ জন। অথচ এ বিদ্যালয়ের জন্য বাঁশখালী হালিমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান ওই বিদ্যালয়ে বদলির আবেদন করলেও তাকে বদলি না দিয়ে মাতৃকালীণ ছুটিতে থাকা শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। অথচ মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীর বদলির বিধান নেই।

মাকসুদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫৯ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৬ শিক্ষকের পদ মঞ্জুর রয়েছে। এ স্কুলে কর্মরত শিক্ষক আছেন ৩ জন। এর মধ্য থেকে সহকারী শিক্ষক আকলিমা আক্তারকে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চর তোরাব আলী-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। ফলে ২৫৯ জন শিক্ষার্থীর এ বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ২ জন। ওই শিতক্ষক গত ৬ ফেব্রুয়ারি বদলিকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তার বদলির ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন কুমার দাস ও তার ক্লাস্টারের সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান কিছুই জানেন না বলে জানান।

বুড়িরচর বড়দেইল লক্ষ্মী রানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের ৫টি পদ রয়েছে। এ স্কুলে কর্মরত শিক্ষক আছেন ৪ জন। তার মধ্যে সহকারী শিক্ষক কল্যাণ মিত্র দাসকে দক্ষিণ বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। এ স্কুলে ১৬৭ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের পদ থাকার কথা ৪ জন, পদ রাখা হয়েছে ৬টি। অতিরিক্ত শিক্ষক থাকার পরও নতুন করে আরও একটি পদ সৃষ্টি করে কল্যাণ মিত্রকে সেখানে বদলি করা হয়েছে।

এসব অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোশারফ হোসেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চাইলে তিনি ব্যস্ততার অজুহাতে কথা বলতে পারবেন না বলে জানান। পরে তার কাছে কথা বলার জন্য এক মিনিট সময় চাইলে তিনি ফোন কেটে দেন।

নোয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী বলেন, হাতিয়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাময়িক কিংবা মৌখিক বদলির কোনো এখতিয়ার নেই। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেব।